



21608 - বদিয়ালয়ে ময়ে ক্লাশমটেৰে সাথে ছলে ক্লাশমটেৰে করমর্দনরে বধিান

প্রশ্ন

কোন ছাত্রের জন্য তার ময়ে ক্লাশমটেৰে সাথে করমর্দনরে বধিান কি; যদি স ক্লাশমটে সালাম করার জন্য হাত বাড়িয়ে দিয়ে?

প্রিয় উত্তর

আলহামদু লিল্লাহ।

ময়েদের সাথে একত্রে একই স্থানে, কিংবা একই শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে, কিংবা একই বেঞ্চেতে সহশিক্ষা নাজায়যে। এটি ফতেনার তথা নৈতিক পদস্থলনরে সবচেয়ে বড় মাধ্যম। এ ফতেনার কারণে কোন ছলে কিংবা ময়েরে জন্য এ ধরনরে সহশিক্ষা জায়যে নহে। কোন মুসলমানরে জন্য বগোনা নারীর সাথে করমর্দন করা হারাম; এমনকি স নারী যদি হাত বাড়িয়ে দিয়ে তবুও। বরং স নারীকে বলতে হবে, বগোনা পুরুষরে সাথে করমর্দন জায়যে নয়। যহেতে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে সাব্যস্ত হয়ছে যে, তিনি নারীদের বাইআত গ্রহণকালে বলছেলিনে: “আমি নারীদের সাথে মুসাফাহা করি না”। এবং আয়শো (রাঃ) থেকেও সাব্যস্ত হয়ছে যে, তিনি বলেন: “আল্লাহর শপথ, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামরে হাত কখনো কোন নারীর হাতকে স্পর্শ করেনি। তিনি কথার মাধ্যমে নারীদেরকে বাইআত করাতনে”। আল্লাহ তাআলা বলেন: “অবশ্যই তোমাদের জন্য রয়েছে রাসূলুল্লাহর মধ্যে উত্তম আদর্শ, ঐ ব্যক্তির জন্য যে প্রত্যাশা করে আল্লাহকে ও শেষে দবিসকে এবং আল্লাহকে বেশী স্মরণ করে” [সূরা আহযাব, আয়াত: ২১] আর যহেতে গাইরে মোহরমে নারীদের সাথে করমর্দন করা উভয় পক্ষরে জন্য ফতেনার মাধ্যম। তাই এটি বর্জন করা ফরজ।

কিন্তু শরয়িতসম্মত সালাম দয়ো যতে পারে। য সালামে ফতেনার গন্ধ থাকবে না, মুসাফাহা করবে না, কোন সন্দহরে উদ্রকে করবে না, কণ্ঠস্বর কমেলা করবে না, হযিব পরা থাকবে এবং নভিত হবে না। এ ধরনরে সালামে কোন অসুবিধা নহে। আল্লাহ তাআলা বলেন: “হ নবী পত্নগিণ, তোমরা যদি আল্লাহকে ভয় কর তবে তোমরা অন্য নারীদের মত নও। সুতরাং পর-পুরুষরে সাথে কমেলা কণ্ঠে কথা বলো না; এতে যার অন্তরে ব্যাধি আছে স প্রলুব্ধ হয়। তোমরা স্বাভাবিক কথা বল।” [সূরা আহযাব, আয়াত: ৩২] যহেতে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর যামানায় নারীরা তাঁকে সালাম দতি এবং কোন কিছু জানার থাকলে স বিযয়ে ফতয়ো জিজ্ঞেসে করত। এভাবে নারীরা কোন কিছু জানার থাকলে সাহাবায়ে করোমরে নকিটও ফতয়ো জিজ্ঞেসে করত।



পক্ষান্তরে নারীদের সাথে নারীদের, কংবা মহেহরমে নারীদের সাথে পুরুষদের যমেন- পতি, ভাই, চাচা প্রমুখরে সাথে মুসাফাহা করতে কোন বাধা নহে।